দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ : 12 JAN 2013
পৃষ্ঠা 2 ... কলাম 6

রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা

এসিড নিক্ষেপের ঘটনায় ভিসি ও আন্দোলনরতদের পাল্টাপাল্টি সংবাদ সম্মেলন

☐ হালিম আনছারী, রংপুর থেকে

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান আন্দোলন এবং গত বৃহস্পতিবার শিক্ষক/শিক্ষার্থীদের উপর বহিরাগতদের হামলা ও এসিড নিক্ষেপের ঘটনায় গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং আন্দোলনরত শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা পাল্টাপাল্টি সংবাদ সম্মেলন করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তার বাসভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে গতকাল বলেছেন, স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট করে চলেছে। তাদের সাথে কোন আলাপ বা আপোষ নেই। পক্ষান্তরে আন্দোলনরত শিক্ষক, কর্মকর্তা/কর্মচারী ও ছাত্র/ছাত্রীরাও গতকাল নগরীর একটি হোটেলে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ভিসির অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন কর্মসূচী চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়ে বলেছেন,

পৃঃ ১২ কঃ ৪

জড়িত তিন ছাত্রলীগ কর্মী আটক

আইনের ২৬ (৫) ধারা অনুযায়ী কোন অনুষদের ডিন হবেন সংশ্লিষ্ট অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের জ্যেষ্ঠতম অধ্যাপক। কিন্তু সে আইন ভঙ্গ করে দু'জন সহযোগী অধ্যাপককে ডিঙ্গিয়ে উপাচার্য তার ভায়রা ড. গাজী মাজহারুল আনোয়ারকে ডিন পদে নিয়োগ প্রদান করেছেন। নিজে নিয়োগ বোর্ডে সভাপতিত্ব করে মেয়ে, ভাই, ভায়রা, ভাগ্নে, ভাগ্নিসহ অনেক আত্মীয়কে নিয়োগ দিয়েছেন। এদের মধ্যে- মেয়ে রোমেনা ফেরদৌসী জলিল ড. ওয়াজেদ রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর গবেষণা কর্মকর্তা, ভাই মাহবুবুর রহমান হিসাবরক্ষক পদে যোগদান করলেও এক বছরে মধ্যবর্তী পদ ডিঙ্গিয়ে পদোন্নতি সাপেক্ষে হিসাব শাখার কর্মকর্তা করা হয়েছে। তিনি দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটির সনদ প্রদান সাপেক্ষে এ পদোন্নতি পান। ফলাত, ভায়রা পুত্র রেজাউল করিমকে অভিজ্ঞতা না থাকা সত্বেও হিসাব শাখার সহকারী পরিচালক পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পদে এডহক নিয়োগ পেয়ে ওই পদে স্থায়ী না করে উর্ধ্বতম পদে সহকারী পরিচালক পদে নিয়োগ পেয়েছেন। ভায়রা গাজী মাজহারুল আনোয়ার পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা না থাকলেও এক বছরেই সহকারী অধ্যাপক থেকে সহযোগী অধ্যাপক করা হয়েছে। পদোন্নতি বোর্ডে ছিলেন তিন ভায়রা। এক ভায়রা প্রার্থী, অন্য ভায়রা সভাপতি (ভিসি) এবং অপর ভায়রা বিষয় বিশেষজ্ঞ ড. খলিলুর রহমান। ভায়রার মেয়ে আরা তানজিলা ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক। আরেক ভায়রার মেয়ে মনিরা খাতুনকে

এসিড নিক্ষেপের ঘটনায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দুর্নীতিবাজ এসিড সন্ত্রাসের মদদদাতা উপাচার্যের বিদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলতে থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার কারণে বাইরে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় খুললেই পূর্বঘোষিত আমরণ অনশন কর্মসূচী শুরু করা হবে। ভিসি'র অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত ঘরে ফিরব না।

এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষকের শরীরে এসিড নিক্ষেপের ঘটনায় ডিবি পুলিশ গতকাল শিশির, হাদিউজ্জামান ও আলীরাজ নামে তিন ছাত্রলীগ কর্মীকে গ্রেফতার করেছে।

গতকাল (শুক্রবার) সকাল ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. আব্দুল জলিল মিয়া তার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসস্থ বাসভবনে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন। উক্ত সংবাদ সম্মেলনে বেছে বেছে কিছু সাংবাদিককে ডাকা হয়। এতে উপাচার্য তার বক্তব্যে বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে কতিপয় স্বার্থান্বেষী ও স্বাধীনতাবিরোধী চক্র বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্থিতিশীল করে ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করে চলেছে। চলতি সেশনসহ মোট ৪২০০ শিক্ষার্থীর মধ্য থেকে হাতেগোনা কিছু শিক্ষার্থী নিয়ে আন্দোলনের নামে তারা এ অপচেষ্টা চালাচ্ছে। গত ৮ জানুয়ারি শিক্ষার্থীরা তাদের দাবি আদায়ে শহীদ মিনারে অনশন পালনকালে আমি উপস্থিত হয়ে তাদের দাবি আংশিক বাস্তবায়ন হয়েছে এবং বাকিটুকু অচিরেই বাস্তবায়ন করা হবে ঘোষণা দিলে তারা তাদের কর্মসূচি প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়। কিন্তু ওই কয়েক শিক্ষকের নেতৃত্বাধীন চলমান আন্দোলন তারা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে এ পর্যন্ত তাকে অফিসিয়ালি কোনকিছুই অবহিত করা হয়নি। পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে তাদের দাবি শুনে তা মেনে নিয়ে নিডস-এর কার্যক্রম বন্ধের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। তারপরও তারা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। আন্দোলনকারীদের মিছিল থেকে 'নারায়ে তকবির, আল্লাহু আকবর' ধ্বনি শোনা গেছে। এরা স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি। এদের সাথে কোন আপোষ নেই। তিনি বলেন, যারা বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে আন্দোলন করে, বঙ্গবন্ধুর অনুষ্ঠান বানচাল করে তাদের সাথে আপস হতে পারে না। তার পক্ষীয় শিক্ষকগণ বলেন, বিভিন্ন মিডিয়ায় শিক্ষকদের উপর এসিড নিক্ষেপের যে খবর প্রচারিত হয়েছে, তা সঠিক নয়। সঠিক বিষয়টি হলো, ১০ জানুয়ারি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালন করতে গিয়ে ছাত্রলীগের নেতাকর্মী ও আন্দোলনকারীদের মাঝে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে আন্দোলনকারীদের মাইকের ব্যাটারি রিক্সা থেকে পড়ে গিয়ে এসিড ছিটকে কয়েক শিক্ষকের শরীরে লেগে যায়। তারা বিভ্রান্তিকর সংবাদ প্রচার থেকে বিরত থাকার জন্য মিডিয়াকর্মীদের আহ্বান জানান। এদিকে উপাচার্য কর্তৃক আন্দোলনরত শিক্ষক/শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করা এবং গত ১০ জানুয়ারি আন্দোলনরত শিক্ষক/শিক্ষার্থীদের চলমান কর্মসূচীতে জেলা আ'লীগের সাধারণ সম্পাদকসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারারের একাত্মতা ঘোষণার বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ট্রেজারারের বিষয়টি তিনি এখনও জানেন না। তবে আ'লীগ সেক্রেটারী এ্যাডঃ রাজুর সাথে তার কথা হয়েছে। তিনি বলেছেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য আন্দোলনকারীদের সাথে সংহতি প্রকাশ করেছেন।

অপরদিকে, দুর্নীতিবাজ ও এসিড সন্ত্রাসের মদদদাতা উপাচার্য আব্দুল জলিল মিয়ার পদত্যাগের দাবী জানিয়ে গতকাল মহানগরীর একটি হোটেলে আয়োজিত অপর এক সংবাদ সম্মেলনে আন্দোলনরত শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীরা বলেছেন, বৃহত্তর রংপুরবাসীর সুদীর্ঘ আন্দোলনের ফসল বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি তার স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি, আত্মীয়করণ ও শিক্ষাবাণিজ্য শুরু করেছেন। তার এসব অনিয়ম, দুর্নীতি ও বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ, আজ সোচ্চার হয়ে আন্দোলনে নেমেছেন। এরই

ধারাবাহিকতায় গত ৫ জানুয়ারি থেকে দুর্নীতিবিরোধী মঞ্চে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন কর্মসূচি পালন করে আসছেন। শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চলাকালে ভাড়াটে সন্ত্রাসীরা দফায় দফায় হামলা চালিয়ে একের পর এক ছাত্র/শিক্ষককে আহত করে চলেছে। ইতিমধ্যে একজন ছাত্রকে বহিরাগত সন্ত্রাসীরা ইট দিয়ে মাথায় আঘাত করে গুরুতর আহত করেছে। সে এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। আন্দোলনের চতুর্থ দিনে ৮ জানুয়ারি অসংখ্য বহিরাগত সন্ত্রাসী ব্যানার নিয়ে ক্যাম্পাসে ঢুকে মিছিল করে এবং সমাবেশস্থল ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। পরদিন ৯ জানুয়ারি দু'জন শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে পার্কের মোড়ে বহিরাগত সন্ত্রাসীরা মারপিট করে। আহত অবস্থায় পুলিশ তাদের উদ্ধার করে। সর্বশেষ গত ১০ জানুয়ারি পূর্বনির্ধারিত অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবে চলাকালে বহিরাগত ভাড়াটে সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে শিক্ষক/শিক্ষার্থীদের আহত করে এবং দু'জন শিক্ষকের উপর এসিড নিক্ষেপ করে। এতে ঐ শিক্ষক দু'জন গুরুতর আহত হয়ে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। সম্মেলনে আন্দোলনরত শিক্ষক/কর্মচারীগণ জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন না মেনে ভিসি ইচ্ছামাফিক যাচ্ছেতাই করে যাচ্ছেন। নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে তিনি একের পর এক আত্মীয়-স্বজনকে নিয়োগ দিয়ে চলেছেন। যোগ্যতার বালাই না করে মোটা অংকের টাকা নিয়ে অনভিজ্ঞদের নিয়োগ দিয়ে চলেছেন। যা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষুণ্ণ করে চলেছে। ইতিমধ্যে তিনি দেড় শতাধিক আত্মীয়-স্বজনকে নিয়োগ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে পারিবারিকীকরণে পরিণত করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়

কম্পিউটার অপারেটর পদে নিয়োগ দেয়া হয়। নিয়োগের কোন শর্ত না মেনেই কম্পিউটার অপারেটর পদ থেকে সরাসরি তাকে সেকশন অফিসার গ্রেড-১ হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। বড় ভাইয়ের মেয়ে সীমা খাতুনকে সংস্থাপন শাখায় কম্পিউটার অপারেটর পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। নিকটাত্মীয় সুভেনির বেগম এবং তাহমিনা খাতুন লিপিকে দেয়া হয়েছিল ড. ওয়াজেদ রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর কম্পিউটার অপারেটর পদে। এখন তাদের দু'জনকেই সেকশন অফিসার গ্রেড-১ পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ভাগ্নে সোহেল রানাকে কম্পিউটার অপারেটর পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ভায়রা গাজী মাজহারুল আনোয়ারের ভগ্নিপতিকে অফিস সহকারী পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও আরও শতাধিক নিকটাত্মীয়কে বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদন ছাড়াই দর্শন বিভাগে প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক পদে শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। অথচ উচ্চতর পদের (রেজিস্ট্রার, গ্রন্থাগারিক, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক) অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও নিয়োগ দেয়া হয়নি। এমনকি নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিও দেয়া হয়নি। এছাড়া উপস্থিত শিক্ষক/কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ বলেন, আমাদের নিয়োগ দিয়েছেন বর্তমান ভিসি। আমরা যদি স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি হই, তাহলে ভিসি সাহেব তো আমাদের পৃষ্ঠপোষক।

এদিকে, গত বৃহস্পতিবার রাত থেকে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার পর গতকাল সকালে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গিয়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ দেখা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গেট বন্ধ করে অপর গেটটিতে পুলিশ প্রহরা বসিয়ে রাখা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হওয়ায় প্রচণ্ড শীতের কারণে গতকাল অনেক ছাত্র/ছাত্রী নিজ নিজ বাড়ি চলে গেছে।